কারূনের ধ্বংসের কারণ

18-May-2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ

نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِکَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মনোমুগ্ধকর বাণী হচ্ছে: "مَنۡ قَرَأَ الۡقُرۡاٰنَ وَحَمِدَ الرَّبَّ অর্থাৎ যে কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করলো এবং **রব (আল্লাহ্) তাআলার** হামদ বর্ণনা করলো, وَصَلّٰی عَلَی النَّبِیِّ وَاسۡتَغۡفَرَ رَبَّہٗ অতঃপর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে আপন প্রতিপালক **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো, فَقَدۡ طَلَبَ الۡخَیۡرَ مَکَانَہٗ তবে নিঃসন্দেহে সে কল্যানকে নিজের স্থান থেকে অনুসন্ধান করে নিলো। (তাফসীরে দুররে মনছুর, ৮ম খন্ড, ৬৯৮ পৃষ্ঠা)

উন পর দুরূদ জিন কো কাসে বে কাসাঁ কাহেঁ, উন পর সালাম জিন কো খবর বেখবর কি হে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২০৯ পৃষ্ঠা)

চরণটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:

আমাদের **আক্বা ও মাওলা হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি **আল্লাহ্ তাআলার** কোটি কোটি রহমত অবতীর্ণ হোক, যিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল আর **তাঁর** প্রতি লাখো সালাম বর্ষিত হোক যিনি সকল অনবহিতদেরও খবর রাখেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُوا الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কারূনের পরিণতি

কারুন খুবই সুন্দর ও সুদর্শন লোক ছিলো, সে বণী ইসরাঈলে "তাওরাত" এর অনেক বড় আলিম, খুবই মিশুক প্রকৃতির ও সৎচরিত্রবান ব্যক্তি ছিলো কিন্তু অশেষ ধন সম্পদ তার হাতে আসতেই তার চরিত্র একেবারে পরিবর্তন হয়ে গেলো এবং হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর অনেক বড় শত্রু হয়ে গেলো আর অনেক বড় অহঙ্কারী হয়ে গেলো। যখন যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হলো তখন সে হযরত মূসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সামনে এই অঙ্গিকার করলো যে, আমার

www.dawateislami.net

সমস্ত সম্পদ থেকে হাজারো অংশ যাকাত বের করবো কিন্তু যখন সে তার সম্পদ হিসাব করলো তখন দেখা গেলো যে, একটি বিরাট অংশ যাকাত বের হয়ে যাচ্ছে। তা দেখে তার মধ্যে হঠাৎ লালসা ও কৃপণতার ভূত চেপে বসলো এবং শুধু সে একাই যাকাতকে অস্বীকার করলো না বরং বনী ইসরাঈলদেরও বিভ্রান্ত করতে লাগলো যে, হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এই বাহানায় তোমাদের সম্পদ নিয়ে নিতে চায়। এমনকি মানুষদেরকে হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর থেকে মানুষদের বিভ্রান্ত করার জন্য এরূপ জঘন্য ও ঘৃনিত চক্রান্ত করলো যে, একজন মহিলাকে অনেক সম্পদ দিয়ে প্রস্তুত করলো যে, সে মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রতি অপকর্মের অপবাদ দেবে, সুতরাং ঠিক সেই সময়ে যখন হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বয়ান করছিলেন, কারূন মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে এই বিষয়ে আঘাত করলে মূসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বললেন যে, সেই মহিলাকে আমার সামনে নিয়ে আসো, সুতরাং সেই মহিলাকে ডাকা হলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বললেন: হে মহিলা! সেই **আল্লাহ্**র শপথ! যিনি বণী ইসরাঈলের জন্য নদীকে দু'ভাগ করে দিয়েছেন এবং নিরাপত্তার সহিত নদী পার করিয়ে ফিরআউনের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন, সত্য করে বলো যে, আসল বিষয়টি কি?

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর রাগান্বিতভাব দেখে সেই মহিলাটি ভয়ে কাঁপতে লাগলো এবং সে সমবেত জনতার সামনে স্পষ্ট করে বলে দিলো: **হে আল্লাহ্ তাআলা**র নবী! আমাকে কারূন অনেক ধন সম্পদ দিয়ে আপনার প্রতি অপবাদ দেয়ার জন্য প্রস্তুত করেছে। হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলেন এবং তিনি সিজদায়ে শোকর আদায় করলেন এবং এই দোয়া করলেন: **হে আল্লাহ্**! কারূনের উপর তোমার কহর ও গযব অবতীর্ণ করে দাও। অতঃপর তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام লোকদেরকে বললেন: যারা কারূনের সাথী তারা যেন কারূনের সাথে অবস্থান করে এবং যারা আমার সাথী তার কারূন থেকে পৃথক হয়ে যাও। সুতরাং দু'জন বাজে লোক ছাড়া সকল বণী ইসরাঈলীরা কারূন থেকে পৃথক হয়ে গেলো। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام মাটিকে আদেশ দিলেন যে, হে মাটি! তুমি কারূনকে আকড়ে ধরো, তখন কারূন একেবারে হাঁটু পর্যন্ত ধসে গেলো অতঃপর তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام মাটিকে আবারো একই কথা বললেন,

www.dawateislami.net

তখন সে কোমর পর্যন্ত ধসে গেলো। তা দেখে কারূন কাঁদতে লাগলো এবং অনুরোধ করে নৈকট্য ও আত্মীয়তার দোহাই দিতে লাগলো, কিন্তু তিনি (হযরত মূসা) عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তার দিকে ধ্যানও দিলেন না, অবশেষে সে জমিনে পুরোপুরি ধসে গেলো। আর দুই অপদার্থ ব্যক্তি যারা কারূনের সাথী হয়েছিলো, মানুষকে বলতে লাগলো যে, হযরত মূসা (عَلَیۡهِ السَّلَام) কারূনকে এই জন্যই ধসিয়ে দিয়েছেন, যেন কারূনের সম্পত্তি এবং ধন ভান্ডার নিজে দখল করে নিতে পারেন। একথা শুনে তিনি (হযরত মূসা) عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট দোয়া করলেন যে, কারূনের সম্পত্তি এবং ধন ভান্ডারও যেন মাটিতে ধসে যায়। সুতরাং কারূনের স্বর্ণের নির্মিত বাড়ি এবং তার ধন ভান্ডার সবকিছুই মাটিতে ধসে গেলো।

(তাফসীরে সা'ভী, পারা ২০, আল কিসাস, ৮১ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/১৫৪৬)

জাহাঁ মে হে ইবরত কে হার সু নমুনে — মগর তুঝ কো আন্ধা কিয়া রঙ ও বু নে।
কাভী গউর সে ভি ইয়ে দেখা হে তু নে — জু আ'বাদ থে ওহ মহল আব হে সুনে।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে — ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহী হে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, দুনিয়াবী সমৃদ্ধি, ধন দৌলত এবং আরাম-আয়েশের আধিক্য **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির নিদর্শন নয়, যদি এমন হতো তবে **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে কারূনের অনেক বড় মর্যাদা হতো, এটাও জানা গেলো, ধন ও সম্পদের লোভে পতিত হয়ে মানুষ নিজের আখিরাত ধ্বংস করে দেয় এবং **রব (আল্লাহ্) তাআলা**র অসন্তুষ্টি ক্রয় করে নেয়, অবশেষে **আল্লাহ্ তাআলা**র আযাবের কারণে দুনিয়ায় লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে পরিণত হয়ে যায়। মনে রাখবেন! ধন-সম্পদ **আল্লাহ্ তাআলা**র একটি নেয়ামত কিন্তু এই নেয়ামতের সঠিক ব্যবহার হলো **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি মূলক কাজে ব্যয় করা এবং এর যাকাত আদায় করা, এর পাশাপাশি প্রকৃত সম্পদ (তাকওয়া, পরহেযগারী, খোদাভীতি এবং ইশকে **মুস্তফা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ভিক্ষা প্রার্থনা করতে থাকা উচিৎ। কেননা, সম্পদ ও রাজত্ব থাকা মর্যাদার মাপকাঠি নয়, ফিরআউন, নমরূদ এবং কারূনও তো ধন-সম্পদ ও রাজত্বের মালিক ছিলো, কিন্তু তাদের সম্পদই তাদের চিরস্থায়ী অভিশাপের

www.dawateislami.net

অধিকারী বানিয়েছে, বরং ফযীলত তো এর মধ্যে রয়েছে, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া, তাকওয়া ও পরহেযগারী লাভ হওয়া এবং যদি সম্পদ অর্জন হয়, তবে তা যেরূপ হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী এবং হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان নিকট ছিলো, সে রকম সম্পদ যেন অর্জিত হয়। সেই ব্যক্তিরা এই সম্পদের হক আদায় করতেন অর্থাৎ যাকাত দিতেন এবং যাকাত ছাড়াও ইসলামের নামে অধিকহারে দান সদকা করতেন। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরতে সম্পদের ভালবাসার কারণে এর ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করুক এবং প্রতি বছর এর যাকাত আদায় করার তৌফিক দান করুক। কেননা, সম্পদের যাকাত আদায় করা ফরয, আর কৃপণতা এবং সংকীর্ণমনা হয়ে তা সঞ্চিত করে রাখা এবং এর যাকাত আদায় না করা আখিরাতে ফেঁসে যাওয়া এবং **আল্লাহ্ তাআলার** আযাবের কারণ। যেমনিভাবে- ৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ১৮০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَا يَحۡسَبَنَّ الَّذِيۡنَ يَبۡخَلُوۡنَ بِمَاۤ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ هُوَ خَيۡرًا لَّهُمۡ ؕ بَلۡ هُوَ شَرٌّ لَّهُمۡ ؕ سَيُطَوَّقُوۡنَ مَا بَخِلُوۡا بِهٖ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ ؕ وَلِلّٰهِ مِيۡرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ ﴿۱۸۰﴾

(পারা ৪, আলে ইমরান, ১৮০)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ</u> এবং যারা কার্পণ্য করে ঐ জিনিষের মধ্যে, যা আল্লাহ্ তাদেরকে আপন করুণায় দান করেছেন, তারা কখনো যেন সেটাকে নিজের জন্য মঙ্গলজনক মনে না করে; বরং সেটা তাদের জন্য অমঙ্গলজনক । অদূর ভবিষ্যতে তারা যেসব সম্পদের মধ্যে কার্পণ্য করেছে কিয়ামতের দিন সেগুলো তাদের গলার শৃংখল হবে এবং আল্লাহ্ই স্বত্বাধিকারী আসমানসমূহ ও যমীনের এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত।

পারা ১০ সূরা আত তাওবার ৩৪ ও ৩৫ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۴﴾ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿۳۵﴾

(পারা ১০, আত তাওবা, ৩৪,৩৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর ওই সব লোক, যারা সঞ্চিত করে রাখে স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না; তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন বেদনাদায়ক শাস্তির; যে দিন উত্তপ্ত করা হবে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে, অতঃপর তা দ্বারা দাগ দেওয়া হবে তাদের ললাটগুলোতে এবং পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশগুলোতে, ‘এটা হচ্ছে তাই, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করে রেখেছিলে, এখন স্বাদ গ্রহণ করো এ পুঞ্জীভূত করার’।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! যেসব লোকেরা নিজের সম্পদকে সঞ্চিত করে রাখে এবং এর যাকাত আদায় করে না তবে সে কাল কিয়ামতের দিন কিরূপ অপমান ও অপদস্ত এবং বেদনাদায়ক আযাবে গ্রেফতার হবে। মনে রাখবেন! যেমনিভাবে যাকাত আদায় করা মানুষের নিজের জন্য উপকারী, তেমনি কৃপণতার সহিত কাজ করাও নিজের জন্য ক্ষতির কারণ। যে লোকেরা নিজের সম্পদের যাকাত আদায় করে এবং মন খুলে দান ও সদকা করে, তবে এরপরও তাদের সম্পদের মধ্যে আশ্চার্যজনক ভাবে উত্তোরত্তোর উন্নতি ও বরকত হতেই থাকে, আর কৃপনের এই অবস্থা হয় যে, সম্পদের আধিক্যের পরও লোভ ও লালসা কারণে তার নিজের সম্পদকে কম মনে হয়, যার কারণে সে ওয়াজিব ও নফল সদকা আদায় করতে, নেকীর কাজে ব্যয় করতে এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র সৃষ্টিকে সাহায্য করতে জীবনভর ছটফট করতে থাকে যে, আমার সম্পদ কমে যাচ্ছে না তো? অবশেষে একদিন মৃত্যুর ফিরিশতা তার কাছে এসে যায় এবং তার মৃত্যুর পর তার সকল সম্পদ তার ওয়ারিশদের নিকট চলে যায়। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি শিক্ষণীয় কাহিনী শ্রবণ করিঃ

www.dawateislami.net

কৃপণতার পরিণতি

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **উয়ূনুল হিকায়াত** প্রথম খন্ডের ৭৪ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ইয়াযীদ বিন মাইসারা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মাঝে এমন এক ব্যক্তি ছিল যে অধিক সম্পদ সঞ্চয় করেছিলো। তার সন্তান-সন্ততিও অনেক ছিলো। অসংখ্য নেয়ামত সে লাভ করেছিলো। অনেক সম্পদের মালিক হয়েও লোকটি খুবই কৃপণ ছিলো। **আল্লাহ্ তাআলা**র পথে কিছুই খরচ করতো না। সে সর্বদা সচেষ্ট থাকত যে, কীভাবে ধন-সম্পদ আরো বাড়ানো যায়। সে যখন অত্যধিক সম্পদের অধিকারী হলো, একদিন সে মনে মনে বললো: "এবার আমি আরাম-আয়েশ সহকারে বিলাসিতার জীবন কাটাব।" অতএব সে পরিবার-পরিজনদের নিয়ে বিলাসিতার জীবন কাটাতে লাগলো।

অসংখ্য চাকর-বাকর করজোড়ে তার হুকুমের অপেক্ষায় থাকতো। মোট কথা সে দুনিয়াবী ভোগ-বিলাসের জীবনে এতই মগ্ন হয়ে গেলো যে, নিজের মৃত্যুর কথাই ভুলে গিয়েছিলো। একদিন মালাকুল মওত হযরত সায়্যিদুনা আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এক ফকীরের বেশে তার আঙ্গিনায় এসে উপস্থিত হলেন আর দরজার কড়া নাড়লেন, চাকরেরা তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে দেবার জন্য দৌঁড়ালো। দরজা খুলতেই দেখতে পেল একজন ফকীর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। চাকরেরা জিজ্ঞাসা করলো: 'তুমি এখানে কী জন্য এসেছো?' হযরত সায়্যিদুনা আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: 'যাও, তোমাদের মালিককে বাইরে আসতে বলো, আমি তার কাছেই এসেছি।' চাকরেরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে উত্তর দিলো: 'তিনি তো তোমার মত কোন ফকীরকে সাহায্য করার জন্য বাইরে গেছেন।' হযরত সায়্যিদুনা আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام সেই কথা শুনে সেখান থেকে চলে আসলেন। কিছুক্ষণ পর আবার এসে দরজার কড়া নাড়লেন। চাকর বাইরে এলে তিনি তাকে বললেন: 'তুমি যাও, তোমার মালিককে বলো, আমি মালাকুল মওত (আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام)!' ধনী ব্যক্তিটি এই কথা শোনার সাথে সাথে খুবই আতঙ্কিত হয়ে গেলো। চাকরদের উদ্দেশ্য করে বললো: 'তোমরা গিয়ে তাঁর সাথে কোমল ভাষায় কথাবার্তা বলো।' চাকরেরা বাইরে এসে হযরত সায়্যিদুনা আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে বলল: 'আপনি আজ আমাদের মালিকের পরিবর্তে অন্য কারো প্রাণ নিয়ে যান এবং তাঁকে ছেড়ে দিন। **আল্লাহ্ তাআলা** আপনাকে বরকত দান করবেন।'

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: 'এমন কখনো হতে পারেনা।' এই বলে তিনি ভিতরে গিয়ে সেই ধনী ব্যক্তিটিকে বললেন: 'তোমার কোন ওসীয়ত থাকলে করে নাও। তোমার প্রাণ না নিয়ে আমি এখান থেকে যাবো না।'

হযরত সায়্যিদুনা আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর মুখে এই কথা শুনে ঘরের সবাই শোরগোল করে উঠলো, কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলো। সে তার পরিবার-পরিজনদের উদ্দেশ্য করে বললো: 'স্বর্ণ-রৌপ্যে ভরা সিন্দুক আর বাক্সগুলো খুলে দাও। আমার সমস্ত ধন-দৌলত আমার সামনে নিয়ে এসো।' সাথে সাথেই আদেশ পালন করা হলো। তার সমস্ত ধন-দৌলত তার সামনে এনে রাখা হলো। লোকটি স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপের নিকট এসে বললো: 'হে তুচ্ছ ও নগন্য সম্পদ! তোমার উপর শত ধিক্কার, শত অভিশাপ! তুমিই আমাকে আমার পালনকর্তার যিকির থেকে দূরে রেখেছিলে। তুমিই আমাকে আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছিলে।'

তার কথাগুলো শুনে তার ধন-সম্পদগুলো তাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলো: 'তুমি খামাখা আমাকে গালমন্দ করিও না। তুমিই না সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়ার মাঝে একজন তুচ্ছ ও নগন্য ছিলে? আমিই তো তোমার মান-সম্মান বৃদ্ধি করেছিলাম। আমার কারণেই তো তুমি বাদশাদের দরবারে পর্যন্ত গমন করতে পেরেছো। না হয় গরীব আর নেককার লোকজন তো সেখানে যেতে পারে না। আমার কারণেই তুমি শাহজাদী আর আমীরজাদী বিয়ে করতে পেরেছো। না হয় গরীবেরা তাঁদের বিয়ে করতে পারে কীভাবে? আর এটা তোমার দুর্ভাগ্য যে, তুমি আমাকে শয়তানী কর্মকাণ্ডেই ব্যয় করেছো। তুমি আমাকে যদি **আল্লাহ্ তাআলার** পথে ব্যয় করতে, তাহলে তোমার ভাগ্যে এই লাঞ্ছনা আর অপমান জুটতো না। আমি কি তোমাকে বলেছিলাম যে, আমাকে তুমি নেক কাজে ব্যয় করো না? আজ আমি নই, বরং তুমিই লাঞ্ছনা আর অভিশাপের যোগ্য।'

মুঝে মাল ও দৌলত কি আ'ফত নে ঘেরা, বাঁচা ইয়া ইলাহী বাচাঁ ইয়া ইলাহী!
না দেয় জাহ ও হাশমত না দৌলত কি কসরত, গাধায়ে মদীনা বানা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে জীবন যেমনি এক মহান নেয়ামত, তেমনি **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকে আমাদের জন্য নেকী অর্জনের এবং আখিরাতকে সাজানোর এক উত্তম সুযোগও বটে। তাই যতটুকু নিশ্বাস বাকী রয়েছে, তাকে গণিমত মনে করুন, যার নিকট যতটুকু যাকাত আসতো কিন্তু ধন সম্পদের অহেতুক ভালবাসায় পড়ে বা শুধুমাত্র অলসতার কারণে অথবা ধর্মীয় জ্ঞান থেকে দূরত্বে থাকাতে অজানা ও অজ্ঞতার কারণে এখনো আদায় করেননি, প্রথমে তো এর জন্য দ্রুত **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে সত্যি অন্তরে তাওবা এবং ওলামায়ে আহলে সুন্নাত থেকে জিজ্ঞাসা করে এর হিসাব করুন আর পূর্ণ যাকাত আদায় করুন। বাস্তবতা হলো, আমাদের স্পর্শকাতর এবং দূর্বল শরীরে আখিরাতের বেদনাদায়ক আযাব সহ্য করার ক্ষমতা কখনোই নাই।

গুনাহগার তলবগারে আফউ ও রহমত হে,
আযাব সাহনে কা কিস মে হে হোচলা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! যাকাতের পরিচিতি শ্রবণ করি।

যাকাত দ্বারা কি উদ্দেশ্য? Definition of zakat

যাকাত হলো: শরীয়াতের পক্ষ থেকে নির্ধরিত করা সেই সম্পদকে বলা হয়, যা থেকে নিজের উপকারীতা অর্জন সর্বোতভাবে শেষ হওয়ার পর তা **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য এমন কোন মুসলমান গরীবকে মালিক বানিয়ে দেয়া, যে না নিজে হাশেমী (সৈয়দ) হবে এবং না কোন হাশেমীর আযাদকৃত গোলাম হবে।

(দুররে মুখতার, কিতাবুয যাকাত, ৩য় খন্ড, ২০৪,২০৬ পৃষ্ঠা)

যাকাতকে যাকাত বলার কারণ

যাকাতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা, বৃদ্ধি এবং বরকত। যেহেতু যাকাত অবশিষ্ট সম্পদের জন্য পবিত্রতা এবং বৃদ্ধির কারণ, সেহেতু একে যাকাত বলা হয়।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩য় খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা। ফয়যানে যাকাত)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা সম্পদশালীদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যেন তারা নিজের যাকাতের মাধ্যমে সমাজের দূর্বল ও দরিদ্র গোষ্ঠির সাহায্য করে এবং সম্পদ কয়েকজন লোকের মুঠোয় বন্দি হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে গরীব জনগোষ্ঠি পর্যন্তও পৌঁছে থাকে আর এভাবে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্যের পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত থাকে। যদি **আল্লাহ্ তাআলা** চাইতেন তবে সবাইকে সম্পদশালী বানিয়ে দিতেন আর কোন ব্যক্তি গরীব থাকতো না, কিন্তু তিনি নিজ ইচ্ছায় কাউকে ধনী বানিয়েছেন আর কাউকে গরীব, যেন ধনীকে তার সম্পদ এবং গরীবকে তার দরিদ্রতার মাধ্যমে পরীক্ষা নেয়া যায়। কেননা, এই দুনিয়া হচ্ছে দারূল ইমতিহান (অর্থাৎ পরীক্ষার ঘর)। আমাদেরকে **আল্লাহ্ তাআলা**র সকল বিধানকে নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করে প্রশান্ত হৃদয়ে লাব্বাইক বলা উচিৎ এবং নিজের আখিরাতের জন্য প্রতিদান ও সাওয়াবের ভান্ডার জমা করা উচিৎ। যদি কেউ শরীয়াতের কোন বিধানের উপর আমল করতে অলসতা করে এবং নিজের সম্পদের যাকাত আদায় না করে, তবে তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক ক্ষতির সম্মূখীন হতে হবে। আসুন! যাকাত না দেয়ার কয়েকটি ক্ষতি সম্পর্কে শ্রবণ করি:

যাকাত না দেয়ার ক্ষতি সমূহ

✿ যাকাত আদায় না করা ব্যক্তি সেই উপকারীতা অর্জন করতে পারে না, যা সে যাকাত আদায় করার কারণে পেতো।

কৃপণতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না

✿ যাকাত আদায় না করা ব্যক্তি সম্পদের ভালবাসা এবং কৃপণতার মতো মন্দ অভ্যাস থেকে কখনো মুক্তি অর্জন করতে পারে না। মনে রাখবেন! যে সম্পদের জন্য আজ আমরা বিভিন্ন কষ্ট ও পরিশ্রম সহ্য করছি এবং তা নিরাপত্তা সহকারে সহিত রাখছি, যদি যাকাতের আদলে আমরা এর হক আদায় না করি তবে এই সম্পদই আমাদের জন্য প্রানের শত্রুতে পরিনত হবে এবং আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। কৃপণতা এমন এক মন্দ অভ্যাস, এর কারণে বান্দা মরে যাওয়াকে পছন্দ করে কিন্তু সম্পদের লোভ ছাড়ে না। আসুন! এ প্রসঙ্গে একটি শিক্ষণীয় কাহিনী শ্রবণ করি:

www.dawateislami.net

কৃপণতার পরিণাম

বর্ণিত আছে; বসরায় এক কৃপণ ধনী লোক ছিলো, একদিন তার প্রতিবেশী তাকে দাওয়াত করলো এবং তার সামনে ডিম আর ভূনা মাংস দিলো, সেই কৃপণ ব্যক্তিটি অনেক বেশি মাংস খেয়ে নিলো অতঃপর পানিও পান করলো, ফলে তার পেট ফুলে গেলো আর ভীষন কষ্টে পড়ে গেলো, মৃত্যু তার শিয়রে ঘুরতে লাগলো, এমনকি সে কষ্টে অস্থির হয়ে গেলো এবং যখন অবস্থা খুবই খারাপ হলো তখন ডাক্তারকে ডাকা হলো, ডাক্তার বললো: চিন্তার কোন কারণ নেই, যা কিছু খেয়েছো বমি করে দাও, একথা শুনে ধনী কৃপন ব্যক্তিটি বললো! হায় আফসোস! ডিমের সাথে খাওয়া সেই উন্নত ভুনা মাংস আমি কিভাবে বমি করে ফেলে দেবো? আমি মৃত্যুকে তো কবুল করবো, তবে আমি বমি করবো না। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/৩১৬)

দৌলতে দুনিয়া কে পিছে তু না জা   আখিরাত মে মাল কা হে কাম কিয়া।
মালে দুনিয়া দোজাহাঁ মে হে ওয়াবাল   কাম আয়েগা না পেশে যুল জালাল।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!   صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কাহিনী থেকে জানতে পারলাম, কৃপণ ব্যক্তি সম্পদের লোভের কারণে নিজের প্রানেরও পরোওয়া করে না। সুতরাং আমাদেরকে নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে সাজানোর জন্য **আল্লাহ্ তাআলার** বিধানাবলীর অনুসরন করা উচিৎ এবং কৃপণতার অভ্যাস দূর করার জন্য প্রতি বছর হকদার মুসলমানদের শুধু যাকাত নয় বরং বছরের মাঝেও দানশীলতা প্রদর্শন করে তাদেরকে আর্থিক সাহায্যও করা উচিৎ।

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দানশীলতা হচ্ছে **আল্লাহ্** প্রদত্ত (নেয়ামত), দানশীলতা প্রদর্শন করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের আরো দান করবেন। শুনো! **আল্লাহ্ তাআলা** দানশীলতাকে সৃষ্টি করে একজন পুরুষের আকৃতি দান করেন এবং তার মূলকে তুবা (জান্নাতি) গাছের মূলের সাথে গেঁথে দিলেন আর ডাল গুলোকে সিদরাতুল মুনতাহার ডালের সাথে শক্ত করে সেঁটে দিলেন, এরপর ডালগুলোকে দুনিয়ার দিকে ঝুকিয়ে দিলেন, আর যে ব্যক্তি এর একটি ডালও ধরলো

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন, শুনো! নিশ্চয় দানশীলতা ঈমানেরই অংশ আর ঈমান হচ্ছে জান্নাতেরই এবং **আল্লাহ্ তাআলা** কৃপণতাকে তাঁর গযব থেকে সৃষ্টি করেন এবং এর শিখরকে শজরে যাক্কুম (জাহান্নামের কাঁটাযুক্ত গাছ) এর মূলের সাথে সেঁটে দিলেন, এর কিছু ডাল মাটির দিকে ধাবিত করে দেন, আর যে ব্যক্তি এর মধ্যে যেকোন ডাল ধরবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দিবেন, শুনো! কৃপনতা হচ্ছে অকৃতজ্ঞতা আর অকৃতজ্ঞতা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ। (যিয়ায়ে সাদাকাত, ১০৭ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে কৃপনতা থেকে মুক্তি দান করে দানশীলতার নেয়ামত দান করুক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

কঞ্জোসী করোঁ না কাভী ইয়া ইলাহী! আতা হো ইলাহী সাখাওয়াত কা জযবা

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়

✿ যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হয় না, সে সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। আজকে আমরা যদি সমাজে দৃষ্টি দিই, তবে সম্ভবত দেখা যাবে বড় বড় ব্যবসায়ী, বড় বড় ফ্যাক্টরীর মালিকের ব্যাপারে শুনি, সে হঠাৎ দেউলিয়া হয়ে ঋণের বোঝায় পিষ্ট হয়ে আছে, এরা হচ্ছে তারাই যারা কাল পর্যন্ত তো খুবই আরাম ও আয়েশে উদাসীনতার গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে জীবন অতিবাহিত করছিলো, যাদের অধীনে অসংখ্য কর্মচারী কাজ করতো, ব্যক্তিগত কাজের জন্য খাদিমের লাইন পড়ে ছিলো, কিন্তু আজ কি যে, এসব কিছুই লুট হয়ে গেছে, এটি তার নিজের হাতেরই কর্মফল তো নয় যে, এই ব্যবসায় সূদের **(Interest)** টাকাও অর্ন্তভূক্ত রয়েছে, অথবা হতে পারে এই ব্যক্তি প্রতি বছর নিজের সম্পদের যাকাতই আদায় করতো না এবং দুনিয়ায় এটি তারই শাস্তি পাচ্ছে, কিন্তু মনে রাখবেন! যদি আমরা এমন কোন ব্যক্তিকে চিনি, যে পূর্বে তো খুবই ধনী ছিলো কিন্তু এখন গরীব ও নিঃস্ব এবং আমাদের কুমন্ত্রণা আসে যে, এই ব্যক্তি যে শাস্তি পাচ্ছে, তা এরই প্রতিফল যে, সে **আল্লাহ্ তাআলা**র পথে সম্পদ খরচ করতো না, যাকাত দিতো না, সে গরীবদের সাহায্য করার পরিবর্তে ধাক্কা দিতো, এই কারণে সে এই পরীক্ষায় পতিত হয়েছে।

www.dawateislami.net

যে কোন মুসলমানের সম্পর্কে এরূপ ভাবনা রাখা আমাদের শরীয়াতে অনুমতি দেয় না। আমরা জানি না যে, ব্যাপার কি? আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তাআলা আমাদেরকে সুধারণার অশেষ দৌলত দ্বারা সমৃদ্ধশালী করুন। আমীন

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: রোদ ও বৃষ্টিতে যে সম্পদ নষ্ট হয়েছে, তা যাকাত না দেয়ার কারণেই নষ্ট হয়েছে।

(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফরযুয যাকাত, হাদীস নং-৪৩৩৫, ৩য় খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা)

অপর এক স্থানে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদে পাক হচ্ছে: যাকাতের সম্পদ যেখানে মিশে গেছে, সেটাকে ধ্বংস করে দিবে।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবুয যাকাত, হাদীস নং-৩৫২২, ৩/২৭৩)

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: সম্পদে যাকাত মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার দু'টি ধরণ রয়েছে: প্রথমটি হলো; নিসাবের মালিক, যার উপরই যাকাত দেয়া ফরয, সে গরীব হয়ে লোকদের থেকে যাকাত নিলো এবং নিজের সম্পদে মিলিয়ে বৃদ্ধি করলো। অপরটি হলো; বান্দা যাকাত বের করলো না, যে সম্পদ যাকাত হিসেবে বের করার কথা ছিলো তা নিজের সম্পদেই রেখে দেয়। (সম্পদ নষ্ট হওয়ার একটি ধরণ বর্ণনা করেন যে,) যাকাত মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার কারণে পুরো সম্পদের বরকত দূর হয়ে যায় এবং কিছুদিনের মধ্যে সম্পদ শেষ হয়ে যায় বা কোন জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়, যার কারণে সম্পূর্ণ সম্পদই ধ্বংস হয়ে যায়, যেমন রোগ বালাই, মামলা মুকাদ্দমা, ডাকাতী বা পুড়ে যাওয়া ও ডুবে যাওয়া।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/২৩)

যাকাত না দেয়াতে সম্মিলিতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়

✿ যাকাত আদায় না করা ব্যক্তিকে সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়, আজকে যদি আমরা চিন্তা করি তবে সামগ্রিকভাবে অনেক সমস্যার শিকার রয়েছি, মূল্যবৃদ্ধি দিন দিন বেড়েই চলছে, বেকারত্বতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, গরমের তীব্রতাও বেড়েই চলছে, পানির অভাবের কারণে খুবই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, আমরা যেসব সমস্যা শিকার হচ্ছি, হতে পারে এর একটি কারণ মুসলমানদের যাকাত আদায় না করাও। যেমনিভাবে-

www.dawateislami.net

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে সম্প্রদায় যাকাত দেবে না **আল্লাহ্ তাআলা** তাদেরকে দূর্ভিক্ষে লিপ্ত করে দিবেন। (আল মু'জামুল আউসাত, হাদীস নং-৪৫৭৭, ৩য় খন্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা) অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: যখন লোকেরা যাকাত আদায় করা ছেড়ে দেবে, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** বৃষ্টিকে আটকে রাখবেন, যদি জমিনে চতুস্পদ প্রাণী না থাকতো, তবে আকাশ থেকে পানির একটি ফোঁটাও পড়তো না। (সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতন, বাবুল উকুবাত, হাদীস নং-৪০১৯, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)

মৃত্যুর পরও আযাবে লিপ্ত হবে

✿ যাকাত আদায় না করা ব্যক্তি শুধু দুনিয়ায় ক্লেশ ও কষ্টের সম্মুখীন হয় না বরং মৃত্যুর পরও বেদনাদায়ক আযাবের আকৃতিতে এর শাস্তি ভোগ করতে হবে। যেমনিভাবে- **হুযুর নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষণীয় বাণী হচ্ছে: যে তার পেছনে এমন ধনভান্ডার ছেড়ে গেলো (কনয এমন ভান্ডারকে বলা হয়, যার যাকাত আদায় করা হয়নি) তা কিয়ামতের দিন এক নেড়া সাপে পরিবর্তন করে দেয়া হবে, তার চোখে দু'টি কালো দাগ হবে, সে এই ব্যক্তির পিছনে দৌড়াবে, সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করবে: "তুমি কে?" সাপ বলবে: "আমি তোমার সেই ধনভান্ডার, যা তুমি তোমার পেছনে ছেড়ে এসেছো।" অতঃপর তা তার পিছু নিতেই থাকবে, এমনকি তার হাত ছিবিয়ে খাবে, অতঃপর তাকে কামড় দেবে এবং তার পুরো শরীর ছিবিয়ে খাবে।

(আল মুস্তাদরিক, কিতাবুয যাকাত, বাবুত তাগলীয ফি মানআয যাকাত, হাদীস নং-১৪৭৪, ২য় খন্ড, ৬ষ্ট পৃষ্ঠা)

গর কাফন পাড় কে সাপোঁ নে জমায়া কবযা, হায় বরবাদী! কাহাঁ জা কে ছুপোঙ্গা ইয়া রব!
হায়! মা'মুলী সি গরমী ভি সহী জাতি নেহী, গরমীয়ে মাহশার মে ফির কেয়সে সাহোঙ্গা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه যাকাত আদায় না করা ব্যক্তিদের জন্য কুরআন ও হাদীসে বর্ণনাকৃত আযাব সমূহের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে বলেন: "সারমর্ম হলো, যেই স্বর্ণ ও রূপার যাকাত আদায় করা হয় না, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে

www.dawateislami.net

তা দ্বারা তার কপাল, পার্শ্ব, পিঠে দাগ দেয়া হবে। তার মাথা এবং স্তনের বোঁটায় জাহান্নামের গরম পাথর রাখা হবে যে, যা বক্ষ বিদীর্ন হয়ে কাঁধ দিয়ে বেরিয়ে যাবে এবং কাঁধের হাঁড়ে রাখা হলে তা হাঁড় ভেঙ্গে বুক দিয়ে বের হয়ে আসবে, পেট ফেটে পাশ দিয়ে বের হয়ে যাবে, মাথার পেছনের অংশ ভেঙ্গে কপাল দিয়ে বের হয়ে আসবে। যে সম্পদের যাকাত দেয়া হবে না, কিয়ামতের দিন পুরোনো হিংস্র অজগর হয়ে তা তার পেছনে দৌড়াবে, সে হাত দ্বারা আটকাতে চাইবে, তা হাত ছিবিয়ে খাবে, অতঃপর গলায় শিখলের ন্যায় ঝুলে পড়বে, ঐ ব্যক্তির মুখ তার মুখে নিয়ে ছিবিয়ে খাবে যে, আমিই হলাম তোমার সম্পদ, আমিই হলাম তোমার ধন ভান্ডার। অতঃপর তার পুরো শরীর ছিবিয়ে খাবে। وَالْعِيَاذُ بِاللهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه যাকাত আদায় করে না এমন ব্যক্তিদের ভীতি প্রদর্শন করে বলেন: হে প্রিয় ভাইয়েরা! **আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীকে কি নিতান্তই হাসি ঠাট্টা মনে করো বা (কিয়ামতের একদিন অর্থাৎ) ৫০ হাজার বছরের সমান এতে অস্বাভাবিক বিপদাপদ সহ্য করতে হবে, একটু দুনিয়ার আগুনে একটি আধা পয়সা (কয়েন) গরম করে শরীরে রেখে দেখুন, কোথায় এই নগন্য গরম আর কোথায় সেই কহরের আগুন, কোথায় এই একটি পয়সা আর কোথায় সেই পুরো জীবনের সঞ্চিত সম্পদ, কোথায় এই মিনিট খানিক সময় আর কোথায় সেই হাজারো দিন বছরের আপদ, কোথায় এই নগন্য দাগ আর কোথায় সেই হাঁড় ভেঙ্গে পার হওয়া আযাব। **আল্লাহ্ তাআলা** মুসলমানদের হেদায়ত দান করুক। (প্রাগুক্ত, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উম্মতে মুসলিমাকে গুনাহের আযাবের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করে, সম্পদের অহেতুক ভালবাসার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শণ করে উপদেশ সমৃদ্ধ মাদানী ফুল প্রদান করে বলেন:

গর আযাবোঁ কো দেখোগে জাওগে ডর — তুম বাতাও কাহাঁ জাওগে ভাগ কর।
জু দোকানেঁ খেয়ানত সে চমকায়েঙ্গে! — কিয়া উনহেঁ যর কে আনবার কাম আয়েগী।
কহরে কাহ্হার সে কিয়া বাঁচা পায়েঙ্গে! — জি নেহী, নারে দোযখ মে লে জায়েঙ্গে।
মালে দুনিয়া হে দোনোঁ জাহাঁ মে ওয়াবাল — আয়েগা কবর মে সাথ হারগিয না মাল।
হাশর মে যররে যররে কা হোগা সুয়াল — আ'প দৌলত কি কসরত কা ছোড়ে খেয়াল।

www.dawateislami.net

গাফিলো! কবর মে জিস ঘড়ি জাও গে
সাঁপ বিচ্ছু জু দেখো গে চিল্লাওগে।
সর পাছাড়ো গে পর কুছ না কর পাওগে
বে হদ আপনে গুনাহোঁ পে পচতাও গে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৫৫ পৃষ্ঠা)

যাকাত দেয়ার উপকারীতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! যাকাত আদায় না করার দুনিয়া ও আখিরাতে কেমন কেমন ক্ষতির সম্মূখীন হতে হচ্ছে, এজন্যই আমাদের উচিৎ, যেকোন শরয়ী বিধানাবলী আদায়ে একেবারে অলসতা না করা বরং মানষিকতা বানিয়ে নিন যে, **সৃষ্টিকর্তা ও সমস্ত জগতের মালিকে**র সকল কাজেই কোন না কোন হিকমত অবশ্যই লুকায়িত রয়েছে, **তিনি** নিজ বান্দার প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল, **তাঁর** প্রতিটি আদেশে আমাদের জন্য কল্যাণই নিহিত রয়েছে। সুতরাং আমাদেরও বান্দা হওয়ার হক আদায় করে **তাঁর** প্রত্যেকটি আদেশের প্রতি লাব্বাইক বলে তা পালন করা উচিৎ, যেমন **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের নামায আদায়ের আদেশ দিয়েছেন, তাই আমাদের নামাযের সময় হতেই সব কাজকর্ম ছেড়ে নামায আদায় করা উচিৎ, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের রমযানুল মুবারকে রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন, তাই আমাদের নিয়মিত পুরো রমযানুল মুবারকের রোযা রাখা উচিৎ, **আল্লাহ্ রাব্বুল ইযযত** আমাদেরকে আমাদের পরিবার পরিজন এবং অন্যান্য মুসলমানের হকের প্রতি সজাগ থাকার আদেশ দিয়েছেন, তাই আমাদের বান্দার হকের প্রতি সজাগ থাকতে হবে, **আল্লাহ্ তাআলা** পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহারের আদেশ ইরশাদ করেছেন তাই আমাদের নিজ নিজ পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করা উচিৎ। এমনিভাবে **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের ধন সম্পদ দান করেছেন এবং এর যাকাত আদায় করার আদেশ করেছেন, তাই আমাদের প্রফুল্লচিত্তে প্রতি বৎসর নিজের সম্পদের যাকাত দেয়া উচিৎ।

এখানে একটি বিষয় এটাও মনের মধ্যে গেঁথে নিন, সাধারণভাবে এটা প্রসিদ্ধ যে, যাকাত তো শুধু রমযান মাসেই আদায় করা চাই। কেননা, এই মুবারক মাসে যেমনিভাবে অন্যান্য নেকীর সাওয়াব বৃদ্ধি করা হয়, তেমনিভাবে **আল্লাহ্ তাআলা** পথে সম্পদ ব্যয় করার সাওয়াবও বৃদ্ধি পায়, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু হে আশিকানে রমযান! এটা আবশ্যক নয় যে, শুধু রমযান মাসেই যাকাত প্রদান

www.dawateislami.net

করতে হবে, বরং যার উপর যাকাত ফরয তার জানা উচিৎ যে, আমার উপর যাকাত ফরয হওয়ার ইসলামী তারিখ কোনটি আর ইসলামী মাস কোনটি, যদি এ ব্যপারে জানা না থাকে তবে মনে রাখুন! যার উপর যাকাত ফরয, তার যাকাত সম্পর্কীত প্রয়োজনীয় মাসআলা শেখাও ফরয, যদি না শিখে তবে গুনাহগার হবে। এমন যেন না হয় যে, বেশি সাওয়াব অর্জনের অপেক্ষায় যাকাত আদায়ে দেরী করে **আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতা তো করছেন না। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রতিটি প্রদক্ষেপে আমাদের পথ নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে, আমাদের মধ্যে দ্বীনের জ্ঞান অন্বেষণের উৎসাহ থাকা চাই, সত্যিকার আগ্রহ থাকা চাই, বর্তমান যুগে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করার অসংখ্য মাধ্যম **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে অনেক সহজেই পাওয়া যাচ্ছে, এখন সম্ভবত কোন অজুহাতই করতে পারবে না যে, আমি তো দ্বীনের জ্ঞান অর্জন থেকে এই জন্যই দূরে ছিলাম যে, আমি তো জানতামই না।

আল্লাহ্ তাআলার বিধানাবলীর প্রতি আমল করা এবং যে কাজে তিনি নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা এবং নেকীর প্রতি স্থায়ীত্ব পাওয়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, এর বরকতে দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য বরকত নসীব হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বরকতে যেমন অন্যান্য অসংখ্য উপকারীতা অর্জন হয়, তেমনি ১২টি মাদানী কাজেও আমলিভাবে অংশগ্রহণ করার মানষিকতা তৈরি হয়, ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিনের একটি মাদানী কাজ হলো **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা, প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় কুরআনে করীমের নাজারা ফ্রি শিক্ষা দেয়া হয়। কুরআনে পাক শিখা ও শেখানোর অনেক ফযীলত রয়েছে।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "خَیْرُکُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে কুরআন নিজে শিখলো এবং অপরকে শিখায়।

(সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলে কুরআন, বাবু খাইরুকুম..., হাদীস নং-৫০২৭, ৩য় খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুরআনে পাক শিখা ও শেখানোর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে কুরআনে পাকের শিক্ষাকে প্রসার করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে প্রাপ্ত বয়স্ক ইসলামী ভাইদের জন্য সাধারণত ইশার নামাযের পর বিভিন্ন মসজিদ, মার্কেট, বাজার, ফ্যাক্টরী ইত্যাদিতে পাঠকারীদের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার ব্যবস্থা করা হয় এবং ইসলামী বোনদের জন্য বিভিন্ন স্থানে ও সময়ে হাজারো প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনারও ব্যবস্থা রয়েছে, ইসলামী ভাইয়েরা ইসলামী ভাইদের এবং ইসলামী বোনেরা ইসলামী বোনদের পড়িয়ে থাকেন, হরফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে কুরআনে করীম শিখার পাশাপাশি বিভিন্ন দোয়া মুখস্থ করা, নামাযের মাসআলা মাসায়িল এবং সুন্নাতের শিক্ষা ফ্রি অর্জন করে থাকেন। আমাদেরও নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদ্‌রাসাতুল মদীনায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করা উচিৎ, যদি আমরা সঠিক পদ্ধতিতে কুরআনে করীম পাঠ করতে জানি, তবে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য অপরকে পড়ানো শুরু করে দিন এবং যদি পড়াতে না পারেন তবে পড়া শুরু করে দিন।

এহি হে আরযু তালিমে কুরআঁ আ'ম হো জায়ে,
তিলাওয়াত করনা মেরা কাম সুবহ ও শাম হো জায়ে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাদরাসাতুল মদীনায় (প্রাপ্ত বয়স্ক) কুরআনের শিক্ষা গ্রহণকারী এক আশিকে রাসূলের গুনাহে ভরা জীবনে আসা মাদানী পরিবর্তনের মাদানী বাহার শুনুন! আহ! আমাদেরও যদি কুরআনের তিলাওয়াতের আগ্রহ নসীব হয়ে যেতো।

www.dawateislami.net

যমযম নগর হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম, সিন্ধু প্রদেশ) এর এলাকা আফন্দি টাউনের এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে: আমি একজন ফ্যাশনেবল যুবক ছিলাম, দুনিয়ার রঙ তামাশায় মগ্ন, নিজের আখিরাতের পরিণতি সম্পর্কে উদাসীনভাবে জীবনের দিন অতিবাহিত করছিলাম, এমন সময় আমার ঘুমন্ত ভাগ্য জেগে উঠলো, আমি প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার রূহানী পরিবেশ যেই প্রাপ্ত হলাম, আমার তো সৌভাগ্যের যাত্রাই শুরু হয়ে গেলো। প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার বরকতে আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে খোদা ভীতি এবং ইশকে **মুস্তফা**র প্রদীপ দ্বারা আলোকিত করে দিলো। এতে আমি কুরআনের করীমের শিক্ষার পাশাপাশি সুন্নাতের উপর আমল করার প্রেরণাও পেলাম এবং সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্যও নসীব হলো। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়ার বরকতে আমার জীবনে মাদানী বসন্ত এসে গেলো, ফ্যাশন ও রঙ তামাশা থেকে মুক্তি অর্জিত হলো এবং আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছর নিজের সম্পদের যাকাত হকদারদের নিকট প্রফুল্লচিত্তে পৌঁছিয়ে দেয়া উচিৎ, যদি যাকাতের হকদার আমাদের নিকটাত্মীয় হয় তবে তাদের দেয়াই বেশি প্রতিদান ও সাওয়াবের কারণ। কেননা, তাদেরকে দেয়াতে দ্বিগুণ সাওয়াব অর্জিত হয়। যেমনিভাবে-

হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে: "সাধারণ মুসলমানের প্রতি সদকা করা হচ্ছে একটি সদকা এবং সেই সদকা নিজের আপনজনের প্রতি হলে দু'টি সদকা, একটি হলো সদকা, অপরটি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।"

(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুয যাকাত, বাবু মা'জা ফি সদকাতি আলা যি কারাবাতি, হাদীস নং-৬৫৮, ১ম খন্ড, ৪৭৪ পৃষ্ঠা)

নিজের আত্মীয়দের মাঝে এমন গরীব এবং উপযুক্ত লোক খুঁজে বের করুন, যে নিজের আত্মসম্মান বোধের কারণে কারো নিকট চায় না। এমন লোকদের শুধু বাৎসরিক যাকাত দেয়া নয় বরং সম্ভব হলে কখনো কখনো নিজের মাসিক উপার্জন

www.dawateislami.net

থেকে কিছু না কিছু সাহায্যও করা উচিৎ। মনে রাখবেন! তাকে আর্থিক সাহায্য করার পর নিজেকে বাহ বাহ করানোর জন্য মানুষের নিকট তা প্রকাশ করবেন না বরং **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্যে আখিরাতে সাওয়াবের আশায় **আল্লাহ্ তাআলা**র পথে ব্যয় করা উচিৎ। কেননা, পারা ৩, সূরা বাকারার ২৬৪ নং আয়াতে দান ও সদকা করে খোঁটা দিতে নিষেধ করেছেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تُبۡطِلُوۡا صَدَقٰتِكُمۡ بِالۡمَنِّ وَالۡاَذٰى

(পারা ৩, বাকারা, ২৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! আপন দানকে নিষ্ফল করে দিও না খোঁটা দিয়ে এবং ক্লেশ দিয়ে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের নিকটাত্মীয়দের খোঁটা দেয়ার পরিবর্তে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যাকাত দেয়া উচিৎ এবং সম্ভব হলে নেকীর কাজে ব্যয় করার জন্য সাওয়াবের নিয়্যতে আপনারই মসজিদ ভারো সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**কেও দিন।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে দেশ বিদেশে হাজারো মাদরাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যা দ্বীনি ফযীলতের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্ব বহন করে, এই কারণেই এই মাদরাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য এতে বিভিন্ন ধরনের ব্যয় হিসেবে বাৎসরিক কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়, যার জন্য কখনো কখনো মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে টেলিথোন (অর্থাৎ মাদানী ফান্ড সংগ্রহের কার্যক্রম) এরও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, সুতরাং আপনার প্রতিও আরয হলো যে, ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদের দোয়ার অংশীদার হওয়ার জন্য, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উন্নতি ও স্থায়িত্ব এবং মাদরাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনাসমূহ ভালভাবে পরিচালনা করার জন্য যাকাত, ফিতরা, দান, সদকা, নফল অনুদান এবং ওশর ইত্যাদির মাধ্যমে সহযোগীতা শুধু নিজে করবেন না বরং আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরও এর উৎসাহ প্রদান করুন, আমাদের ঠোঁট নাড়ানো এবং আমাদের ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে যদি কারো মাদানী মানসিকতা সৃষ্টি হয় এবং সে তার

www.dawateislami.net

যাকাত, ফিতরা, দান, সদকা, নফলী অনুদান ইত্যাদি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের জন্য দিয়ে দেয়, তবে আমাদের জন্য তা সদকায়ে জারিয়া হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** বর্তমানে দ্বীনের খেদমতে প্রায় ১০৩টি বিভাগে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে, সুতরাং আপনি শুধু আপনার যাকাত ও সদকা নয় বরং অন্যান্য মাদানী অনুদানও **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা অর্জন করুন। আসুন! একটি খুবই সহজ পদ্ধতি আপনাদের খেদমতে আরয করছি, যার মাধ্যমে একেবারে গরীবরাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী ফান্ডে নিজের অংশ অর্ন্তভূক্ত করতে পারে, তা হলো "মাদানী দানবক্স" এর মাধ্যমে আর্থিক সহযোগীতা।

মাদানী দানবক্স মজলিশ

দা'ওয়াতে ইসলামীর বিভাগ "মাদানী দানবক্স মজলিশ" এর পক্ষ থেকে একটি বক্স এর ব্যবস্থা করা হয়, এই মাদানী দানবক্স দোকান, কারখানা, মার্কেট, শপিং মল, মেডিকেল স্টোর এবং অফিস আদালত ইত্যাদিতে রাখার পাশাপাশি ঘরেও রাখা যায়, যেন নিজের ক্ষমতানুযায়ী প্রতিদিন কিছু না কিছু টাকা সেই বক্সে ফেলতে থাকুন এবং দান ও সদকার সাওয়াবও অর্জন করতে থাকুন, দোকানদাররা ভাল ভাল নিয়্যতে নিজের গ্রাহকদের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরও **আল্লাহ্ তাআলা**র পথে ব্যয় করার উৎসাহ ও ফযীলত বর্ণনা করে নিজের অংশ অর্ন্তভূক্ত করার উৎসাহ প্রদান করলে তো মদীনা মদীনা।

পরামর্শ স্বরূপ আরয করছি, আমরা প্রতিদিনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ করে নিই, যেমন কমপক্ষে ১০ টাকা, অতঃপর এ অনুযায়ী আমরা প্রতিদিন নিজের পক্ষ থেকে ফেলতে থাকি এবং মাদানী দানবাক্স মজলিশের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী এই মাদানী ফান্ড জমাও করিয়ে দিই। দোকান ইত্যাদিতে যে বক্স রাখা হয়, তাকে "মাদানী দানবাক্স" এবং ঘরে যে বাক্স রাখা হয়, তাকে "পারিবারিক সদকা বাক্স" বলা হয়।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! এবার যাকাতের কতিপয় ফযীলত এবং উপকারী আর তা আদায়ের নিয়্যতও করি,

আল্লাহ্‌র রহমতের বর্ষণ

যাকাত প্রদানকারীর জন্য সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য হচ্ছে, তার প্রতি **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত রিমঝিম হারে বর্ষিত হতে থাকে, সুতরাং পারা ৯ সূরা আ'রাফ ১৫৬ নং আয়াতে রয়েছে:

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۵۶﴾

(পারা ৯, আ'রাফ, ১৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং আমার দয়া প্রতিটি বস্তুকে ঘিরে রয়েছে; সুতরাং অনতিবিলম্বে আমি নিয়ামতসমূহ তাদের জন্যই লিপিবদ্ধ করে দেবো, যারা ভয় করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার নিদর্শন সমূহের উপর ঈমান আনে।

যদি কোন বুদ্ধিমানকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সমস্ত সৃষ্টির নেকী তোমার আমল নামায় লিখে দেয়া হবে, তোমার কি এটা পছন্দ নাকি **আল্লাহ্ তাআলা**র বিশেষ রহমত তোমার প্রতি অবতীর্ণ হওয়া এটি পছন্দ? তবে সে সমস্ত সৃষ্টির নেকী অর্জন থেকে **আল্লাহ্ তাআলা**র বিশেষ রহমত অর্জনকেই বেশি পছন্দ করবে। নিঃসন্দেহে কিরূপ সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে প্রতি বছর যাকাত আদায় করে নিজেকে **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমতের হকদার বানিয়ে নেয়।

সফলতার পথ

যাকাত আদায় বরকতে বান্দা কল্যাণ ও মুক্তি প্রাপ্তদের তালিকায় অর্ন্তভূক্ত হয়ে যায়, যেমনটি পারা ১৮, সূরা মুমিনুনের ৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ﴿۴﴾

(পারা ১৮, মুমিনুন, ৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং যারা যথাযথ যাকাত প্রদান করে,

এই আয়াতে সফলতা পাওয়া ঈমানদারদের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে নিয়মিত এবং সর্বদা নিজের সম্পদের ফরয হওয়া যাকাত দিতো।

www.dawateislami.net

মুসলমানের অন্তরে আনন্দ দেয়া

যাকাত আদায়ের একটি উপকারী এও অর্জিত হয়, গরীবের চাহিদা পূরণ হয়ে যায় এবং তাদের মনে আনন্দ অনুভব হয় আর মুসলমানের অন্তর খুশি করা তো খুবই সাওয়াবের কাজ, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট ফরয আদায়ের পর সবচেয়ে উত্তম আমল হচ্ছে মুসলমানের মন খুশি করা। **(মু'জামুল কবীর, ১১/৫৯, হাদীস নং-১১০৭৯)**

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, সবচেয়ে উত্তম আমল হলো মুমিনের অন্তর খুশি করা, হোক তার সতর ঢেকে বা তাকে খাবার খাইয়ে বা তার অভাব পূরণ করার মাধ্যমে। **(আত তারগীব ওয়াত তারহিব, কিতাবুল লিবাস ওয়ায যিনাত, নম্বর-৩, ৩য় খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা)**

ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট থাকে

যাকাত আদায়ের একটি উপকারী এও অর্জিত হয় যে, মুসলমানদের মাঝে মজবুত ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট থাকে, যার কারণে সমাজে উন্নতি সাধিত হয়। আরবী প্রবাদ হচ্ছে "اَلْاِتِّحَادُ قُوَّةٌ عَظِيْمَةٌ" অর্থাৎ ঐক্য হচ্ছে একটি বড় শক্তি। এটি একটি বাস্তবতা যে, যদি আমরা পরস্পর একতা এবং প্রেম ভালবাসা সহকারে থাকি তবে বড় বড় চ্যালেঞ্জও মোকাবেলা করতে পারবো, আর একে অপরের প্রতি অনৈক্য এবং ভালবাসার প্রদীপ নিভিয়ে দেই তবে নগন্য সমস্যাও মোকাবেলা করতে পারবো না। একে এভাবে বুঝার চেষ্টা করুন যে, মোটা মোটা রশি যা নরম ও পাতলা সুতার একতাবদ্ধতায় তৈরী হয়, অথচ একটি সুতার দূর্বলতার অবস্থা এমন হয় যে, ছোট শিশুও একে সহজেই ছিড়ে ফেলতে পারে, কিন্তু যখন কতগুলো দূর্বল সুতা পরস্পর মিলে একটি শক্তিশালী রশির আকৃতি ধারন করে নেয়, তখন বড় বড় সামুদ্রিক জাহাজকে পানির প্রবল স্রোতেও আটকে রাখে। মুসলমানকেও পরস্পর এমনভাবে মায়া মমতায় মিলে মিশে থাকা উচিৎ।

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সকল মুসলমান একটি দালানের ন্যায়, যার একটি অংশ অপরটিকে ক্ষমতা প্রদান করে।

(বুখারী, কিতাবুল মাযালিম ওয়াল গযব, বাবু নসরুল মযলুম, ২/১২৭, হাদীস নং-২৪৪৬)

www.dawateislami.net

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, মুসলমানের পরস্পর বন্ধুত্ব এবং দয়া ও মমতার উদাহরণ শরীরের ন্যায়, যখন শরীরের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয়ে যায়, তখন জ্বর এবং নিদ্রাহীনতায় পুরো শরীর এর অংশীদার হয়ে যায়।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, বাবু তারাহিমুল মুমিনিন..., হাদীস নং-২৫৮৬, ১৩৯৬ পৃষ্ঠা)

সম্পদ পবিত্র হয়ে যায়

যাকাত আদায়ের একটি উপকারী এও অর্জিত হয় যে, তার সম্পদ পবিত্র হয়ে যায়, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, **হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিজের সম্পদের যাকাত বের করো। কেননা, তা পবিত্রকারী, তোমাকে পবিত্র করে দেবে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে আনাস বিন মালিক, হাদীস নং-১২৩৯৭, ৪র্থ খন্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

"যিয়ায়ে সাদাকাত" এবং "ফয়যানে যাকাত" কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! যেই লোকেরা প্রতি বৎসর নিজের সম্পদের যাকাত বের করে, এতে তাদের অসংখ্য বরকত নসীব হয় এবং এর বিপরীত যে লোকেরা নিজের সম্পদের যাকাত দেয় না বা যাকাত বের তো করে কিন্তু পুরো আদায় করে না, তখন এর ক্ষতি এরূপ হয় যে, সে শুধু দুনিয়াতেই ধ্বংস হয় না বরং **আল্লাহ্ তাআলা**র গযবে পতিত হয়ে দোযখের আযাবের হকদার হয়ে যায়। সুতরাং প্রতি বৎসর নিজের সম্পদের যাকাত পুরো আদায় করা উচিৎ। কেননা, এতে **আল্লাহ্ তাআলা**র আদেশের বাস্তবায়ন, গরীব এবং অভাবীদের সহযোগীতা হয়। সদকা এবং যাকাতের ব্যাপারে আরো জানতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব "**যিয়ায়ে সাদাকাত**" এবং "**ফয়যানে যাকাত**" অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী, এই কিতাব দুটিতে যাকাতের পাশাপাশি সদকারও অসংখ্য ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, প্রতিটি অধ্যায়ে সদকার ব্যাপারে বিভিন্ন বিষয়াবলীর বিস্তারিত বর্ণনা বিদ্যমান, যেমন সদকার অর্থ ও প্রকার, এমনিভাবে যাকাতের বয়ান, যাকাত কাকে দেয়া যাবে? আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং তাদের সাথে সদাচরণের ফযীলত, সম্পদ জমা করা কেমন? কৃপণতার নিন্দা ইত্যাদি, এই কিতাব দু'টি অধ্যয়নকারীর জ্ঞানের অসংখ্য ভান্ডার অর্জিত হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ

www.dawateislami.net

সুতরাং আজই মাকতাবাতুল মদীনা থেকে এই কিতাব দু'টি যথাযথ মূল্যে সংগ্রহ করে তা অধ্যয়ন করার নিয়্যত করে নিন, এই কিতাব দু'টি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে পড়তেও পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)**

সীনা তেরে সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

বাবরী চুল রাখা এবং মাথার চুলের সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "**১৬৩ মাদানী ফুল**" থেকে বাবরী চুল রাখা এবং মাথার চুলের কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবণ করি: ❀ **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল মোবারক (চুলের গোছা) কখনো কান মোবারকের অর্ধেক পর্যন্ত, ❀ কখনো কান মোবারকের লতি পর্যন্ত এবং ❀ কখনো চুল মোবারক বেড়ে যেত তখন সেগুলো কাধ মোবারক দু'টিকে স্পর্শ করত। **(আশশামায়িলুল মুহাম্মদীয়া লিততিরমিযী, ১৮, ৩৫, ৩৪ পৃষ্ঠা)** সুতরাং আমাদের উচিত বিভিন্ন সময়ে তিনটি সুন্নাতই আদায় করা, অর্থাৎ কখনো অর্ধ কান পর্যন্ত, আর কখনো সম্পূর্ণ কান পর্যন্ত, কোন সময় কাধ বরাবর চুল রাখা। ❀ অনেকে ডান অথবা বাম দিকে সিঁথী কাটে, এটা সুন্নাতের পরিপন্থি। বরং সুন্নাত হচ্ছে যে, যদি মাথায় চুল থাকে, তবে মধ্যখানে সিঁথী কাটা। **(বাহারে শরীয়াত, ৩/৫৮৮)** ❀ পুরুষের জন্য অনুমতি রয়েছে যে, মাথা মুন্ডানো, চুল লম্বা করা এবং সিঁথী কাটার। **(রুদ্দুল মুখতার, ৯/৬৮২)**

নবীদের নবী, রাসুলে আরবী, মক্কী মাদানী হাশেমী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে উভয় আমলই সাব্যস্ত। যদিওবা মাথা মুন্ডানো শুধুমাত্র ইহরাম থেকে বের হওয়ার সময় সাব্যস্ত আছে। অন্য সময়ে মাথা মুন্ডানোর)ব্যাপারে কোন প্রমান নাই। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৫৮৬) ❀ আজ-কাল কাঁচি বা মেশিনের মাধ্যমে মানুষ কোথাও বড় কোথাও ছোট করে কিছু (বিধর্মীদের) কাটিং করতে দেখা যায়, এমন চুল রাখা সুন্নাত নয়। ❀ পুরুষের জন্য দাঁড়ি অথবা মাথার সাদা চুলকে লাল অথবা সবুজ করা মুস্তাহাব, এ জন্য মেহেদী ব্যবহার করা যেতে পারে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **“১০১ মাদানী ফুল”** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **“১৬৩ মাদানী ফুল”** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কৃউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।” (আল কৃওউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।”

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net